সংবাদ

তারিখ: 28 SEP 2017 পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৮...

পাঠ্যবই ছাপায় জটিলতা কাম্য নয়

পাঠ্যবই যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌছানো যাবে কিনা তা নিয়ে সংশয় বাড়ছেই। আবার সময়মতো বই পাঠাতে গেলে এর গুণগত মান বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। এ নিয়ে সংবাদসহ বিভিন্ন গণমাধ্যম প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সময়মতো পাঠ্যবই পৌছাবে কিনা তা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে গোড়াতেই। গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রাথমিক স্তরের বই ছাপার কাজ শুরুই হয়েছে নির্ধারিত সময়ের চেয়েও ৩৪ দিন পর। যথাসময়ে কাজ শুরু করা গেলে বছরের এই সময়ের মধ্যে অর্ধেক বই দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে পৌছে যেত। কিন্তু সেটা হয়নি। এ সংকটের মধ্যে আবার মুদ্রণকারীরা ৫ দিনের ধর্মঘট করেছেন। যেসব প্রতিষ্ঠান বই ছাপার কাজ পেয়েছে তাদের সক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এরা বই বাঁধাইয়ের কাজ নিয়েও গড়িমসি শুরু করেছে। আলাদা কাগজে মুড়িয়ে বই বাঁধাই করে মাঠপর্যায়ে পাঠানোর কথা থাকলেও তারা শুধু ফিতা দিয়ে বই বাঁধাই করতে চাচ্ছে। তাদের দাবি, আলাদা কাগজে মুড়িয়ে বই বাঁধাই করলে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে আটগুণ বেশি সময় লাগবে। কিন্তু ফিতা দিয়ে বাঁধাই করলে বই নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এনসিটিবির সূত্রে জানা গেছে, আগামী শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক স্তরে ১০ কোটি ৩৬ লাখের বেশি বই ছাপা হবে। এজন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ২৭৭ কোটি টাকা। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়েও ৪০ কোটি টাকা কমে দরপত্র দিয়ে কাজ পেয়েছে। জানা গেছে, বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ পাওয়া ঠেকানোর জন্য দেশের ৩২টি মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠান জোট বেঁধে কম দরে কাজ নিয়েছে। এত কম দরে কাজ নিয়ে তারা বইয়ের গুণগত মান বজায় রাখতে পারবে কিনা সে প্রশ্ন রয়েছে। দেশীয় মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে অতীতেও জোট বেঁধে কাজ নিতে দেখা গেছে। জোট বেঁধে কেউ যদি কোন ভালো বা মানসম্মত কাজ করে তাতে আপত্তি থাকে না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, দেশীয় মুদ্রণকারীদের জোট করা হয় শুধু গোষ্ঠী মুনাফার স্বার্থে। বইয়ের মান রক্ষা বা সময় অনুযায়ী কাজ শেষ করায় তাদের আগ্রহ কমই দেখা যায়। তারা আলাদা কাগজের বদলে ফিতা দিয়ে বই বেঁধে কাজ সারতে চান। কিন্তু এর ফলে যে শিক্ষার্থীর হাতে ভালো মানের বই পৌছানো সম্ভব হবে না সেটা তারা ভেবে দেখেন না। আর সময়কে যদি তারা গুরুত্বই দিতেন তাহলে ৫ দিনের ধর্মঘট করতেন না। বইয়ের কাজ বন্ধ রেখে দাবি আদায় করা সুবিবেচনায় পরিচায়ক নয়। সময়ের মূল্য যেমন মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দেয় না, তেমন সংশ্লিষ্ট আমলারাও দেন না। বই ছাপার চুক্তি হয়ে যাওয়ার পর পরিদর্শন সংস্থা নিয়োগ করতে আমলাদের ৩৪ দিন সময় লাগানোই এর প্রমাণ।

নিয়ম অনুযায়ী, চুক্তির ৮৪ দিনের মধ্যে প্রাথমিক স্তরের বই ছাপিয়ে মাঠপর্যায়ে পৌছানোর কথা। বই ছাপানোর চুক্তি হয়েছে গত ১৭ জুলাই। সেই হিসাবে এখন ২ সপ্তাহ সময়ও বাকি নেই। অথচ বিপুল পরিমাণ বই ছাপা ও বাঁধাইয়ের কাজই সম্পন্ন হয়নি। মাঠপর্যায়ে বই পৌছানো তো পরের কথা। আমরা চাই, প্রতিটি শিক্ষার্থীর হাতে যথাসময়ে বই পৌছাক। তাদের হাতে অবশ্যই মানসম্মত বই তুলে দিতে হবে। এজন্য সরকারকে পুরো কাজে কঠোর মনিটরিং করতে হবে। মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দাবির ভালো-মন্দ যাচাই করে দেখতে হবে। আর তাদের এমন কোন অন্যায্য দাবি মেনে নেয়া যাবে না যাতে বইয়ের গুণগত মান নষ্ট হয়। সরকার কোন সিন্ডিকেটের অন্যায় চাপের কাছে মাথানত করুক সেটা আমরা চাই না। অযোগ্য মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠান যেন ভবিষ্যতে কাজ না পায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। বই ছাপার চুক্তি হওয়ার পরও পরিদর্শন সংস্থা নিয়োগে সময় বেশি লাগল কেন সেটার কারণ খুঁজে দেখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.................................
তারিখ.................................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এস.পি বিভাগ	
সিস্টেম ম্যানেজার	
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর